



ଆଲ୍ଲାହର ନାମ୍ନେ ଶୁରୁ କରାଛି

ଯିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ବିଶେଷ କରୁଣାମୟ



ତାହମିର ମୂରା

ଆଲ-ଆମର



এক পলকে

প্রথম অংশ	
নোমান আলী খান পরিচিতি	9
কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা পদ্ধতি	19
দ্বিতীয় অংশ	
প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর অপূর্ব সামঞ্জস্য	28
মুক্তির চারটি বিষয়	33
সাধারণ বনাম ব্যতিক্রম মূলনীতি	39
‘ক্ষতি’ শব্দ	43
সফলতা চিন্তা : নতুন সংজ্ঞায়ন	46
জাগুন ও জাগান	52
সারকথা	56
শপথের মাহাত্ম্য	61
শিক্ষা	68
তৃতীয় অংশ	
প্রথম আয়াতের তাফসির	73
‘আসর’	73
‘আসর’ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	77
সময়, ক্ষতি, সফলতা-বিফলতা	79



চতুর্থ অংশ	
দ্বিতীয় আয়াতের তাফসির	84
ক্ষতিতে ডুবন্ত	89
‘খুসর’	91
‘আল-ইনসান’	93
প্রত্যেকেই বিপদগ্রস্ত	103
পঞ্চম অংশ	
তৃতীয় আয়াতের তাফসির	105
ঈমানের ফল	109
সচেতন সংকাজ	112
ভালোবাসা ও ওসিয়ত	116
মুখে মুখে ঈমান ও ভ্রান্তি	124
পার্থক্য : যারা ঈমান এনেছে ও মুমিন	132
ঈমানের তিনটি মৌলিক ভিত্তি	134
ঈমানের ফল	140
ষষ্ঠ অংশ	
চারটি বিষয়ের সম্পর্ক	142
সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যে অবিচল	143
আমরা একে অপরের জন্য পরীক্ষা	154





নোমান আলী খান পরিচিতি

“কুর’আন তার সৌন্দর্যে চিত্রবিমোহনকারী; শব্দের দিক থেকে বিমোহকারী; বাণীর দিক থেকে প্রবলতর শক্তিশালী; সঙ্গতি ও ঐকতানের দিক থেকে মন্ত্রমুগ্ধকারী; এবং সূক্ষ্মতীসূক্ষ্মের দিক থেকে আশ্চর্যতর”।

— উস্তাদ নোমান আলী খান

উস্তাদ নোমান আলী খান আল-কুর’আনের শব্দচয়ন, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে বাস্তব উপমা দিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সারা বিশ্বেই বেশ বিখ্যাত। আয়াতে বাক্যের ধরণ-গঠন, রূপক-উপমা, একটি সূরার সাথে অন্য সূরার সঙ্গতি ও সেতুবন্ধন নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন; যা সূরাসমূহ পড়ার দিকে সবার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় গভীর উৎসাহের সাথে। আল-কুর’আনের গভীর আয়াতগুলো অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্লেষণের জন্য তিনি বেশ সুনিপুণ পরিচয় দিয়েছেন। যার প্রমাণ তাঁর লেকচারে দর্শকদের অত্যধিক আগ্রহোদ্দীপক আনাগোনা দেখে খুব সহজেই অনুমিত হয়।

ইংরেজি জানা ও ইংরেজ-ভাষীদের জানা সারা বিশ্বের লোকেদের কাছে তিনি আল-কুর’আনের প্রতি ভালোবাসাকে অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তাঁর মাধ্যমে ইংরেজিতে আল-কুর’আনের ভাষাগত মু’জিয়ার আলোচনা বর্তমান তরুণদের কাছে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর কুর’আনের আলোচনা এতটাই প্রিয়তর যে সরাসরি অনলাইন ওয়েবিনারে বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের ৯০টিরও অধিক দেশের লোক অংশগ্রহণ করেছিল।

কুর’আনের বিস্ময়কর শৈল্পিক সৌন্দর্য উপস্থাপনার জন্যে তিনি বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম তরুণ প্রজন্মের কাছে একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। কুর’আনের শব্দচয়ন কতটা সৃজনশীল, ভাষা কতটা মনোমুগ্ধকর, অর্থ কতটা যৌক্তিক হতে পারে—এগুলোই উস্তাদ নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা ও আলোচনার বিষয়। তাঁর বক্তব্যে কুর’আনের অন্তর্গত সৌন্দর্য ও মু’জিয়া মানুষের চোখের সামনে চিত্রময়ী হয়ে ফুটে ওঠে।



বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনার ও অনলাইনে তাঁর বক্তব্য শুনে অসংখ্য মানুষ ইসলামের দিকে ফিরে আসছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি প্রায় ২০টিরও অধিক তাফসীর-গ্রন্থ পাঠ করেছেন; সাথে আরো রেফারেন্স কিতাবাদি গবেষণা করে মোট ৩৫টিরও বেশি গ্রন্থ থেকে একটি আয়াত পাঠ করে আমাদের সামনে আল-কুর'আনের গভীর শিক্ষাগুলো খুব সহজ, আকর্ষণীয় ও বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেন। ফলে কুর'আন নাযিলের ইতিহাস, নিখুঁত শব্দচয়নের কারণ, ভাষার অলঙ্কার, অর্থের গভীরতা, যুক্তির প্রখরতা এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধতার বিষয়গুলো তাঁর আলোচনায় ফুটে উঠে অতি সহজেই। তাই, অনেক ইসলামী স্কলার নোমান আলী খানকে 'আল-কুর'আনের ভাষাবিজ্ঞানী' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এছাড়াও জন এম্পিসিটো (Jonh Espisito) সম্পাদিত বিশ্বের ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের তালিকায়ও তাঁর স্থান অন্যতম।

এ মানুষটি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরে। কিন্তু শিশু নোমান সেখানে ছ'মাসও থাকেননি। তাঁর বাবা পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করতেন। সে সূত্রে পরিবারসহ ছয় মাস বয়সে তাঁকে পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। এখানেও তাঁর পরিবার দু'মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি; চলে যান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় রিয়াদে অবস্থিত একটি পাকিস্তানি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ছয় বছর তাঁর পরিবার রিয়াদে অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা চলে যান আমেরিকায়। সেখানে তিনি খ্রিষ্টানদের পরিচালিত একটি হাইস্কুলে ভর্তি হন। নতুন পরিবেশে সবকিছুই তাঁর কাছে ভিন্ন মনে হলো। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ। বন্ধুরা সব ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন সংস্কৃতি লালন করে, চলা-ফেরাও ভিন্নভাবে। এই নতুন পরিবেশে নিজের অসহায়ত্ব আবিষ্কার করেন তিনি। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত কোনো মুসলিমের দেখা পাননি তিনি। শুক্রবারে ক্লাস থাকায় দু'বছর তিনি জুমার সালাতও পড়তে পারেননি। অথচ তখন তিনি সবে হাইস্কুলের ছাত্র।

তাঁর বন্ধুদের আচার-আচরণের মধ্যে নৈতিকতা ও ধর্মের কোনো ছোয়া ছিল না। ফলে তিনিও ধীরে ধীরে তাদের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না; এমনকি তার পরিবারও না। একসময় তাঁর মাঝে প্রবল অপরাধবোধ জেগে উঠে। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। হয় তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, না হয় স্কুল ত্যাগ করতে হবে। তাঁর দুর্ভাগ্য ছিল যে অন্য কোথাও ভালো স্কুল না থাকায় তার পরিবার তাকে স্কুলও ত্যাগ করতে দেয়নি।

স্কুল শেষে তিনি কলেজে ভর্তি হন। আগের মতোই বন্ধুদের সাথে চলাফেরা। দীর্ঘদিনের ধর্মহীন বন্ধুদের সাথে চলতে-ফিরতে একসময় তিনি নাস্তিক হয়ে পড়েন। প্রায় দু'বছর তিনি নাস্তিকতা চর্চা করেন ও নাস্তিকদের তাত্ত্বিক এবং দার্শনিকদের



লেখাজোঁখা পড়ে ফেলেন। ততদিনে ইসলাম থেকে তিনি অনেকটাই দূরে চলে গেছেন।

সময় হলো ফিরে আসার। নোমান আলী খান ইসলামে ফিরে আসলেন, তবে আগের চেয়ে শতগুণ গতিতে। হঠাৎ একদিন আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (MSA) দু'জন সদস্যের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কুর'আনের আলোচনা করছিলেন; কিছুটা তফাতে থেকে তিনি তা শুনছিলেন। যদিও এসব ধর্ম-কর্মের আলাপ তার কাছে তখন ভালো লাগতো না। তারা নিজেরাই এগিয়ে এসে নোমান আলী খানের সাথে পরিচিত হলেন এবং ছায়ার মতো তার সাথে চলাফেরা শুরু করলেন। তবে তারা কখনো সরাসরি নোমান আলী খানকে কুর'আন পড়তে কিংবা সালাত আদায় করতে বলেননি। এমনকি কখনো ইসলামের দাওয়াতও দেননি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা নোমান আলী খানের সাথে সময় কাটাতে লাগলেন। এতেই নোমান আলী খানের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের শুরু হয়।

একদিন তাদের একজন নোমান আলী খানের সামনে সালাত পড়লেন। নোমান আলী খানের কাছে খুব খারাপ লাগলো। কারণ, তিনি সালাতের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন গত দু'বছরের নাস্তিকতার কারণে; এমনকি মাগরিবের নামাজ কতো রাকাত তা-ও তিনি ভুলে গেছেন। নিজের অজান্তেই তিনি মুসলিম স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের এ দু'জন ভাইকে বন্ধু ভাবতে লাগলেন। এবং তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে পুনরায় ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে।

তিনি কুর'আনের অনুবাদ পড়া শুরু করলেন। আব্বাস ইবুসুফ আলীর ইংরেজি অনুবাদ দেখলেন। কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে কুর'আন বোঝা খুবই কষ্টকর মনে হলো তাঁর কাছে। কোথায় বাক্যের শুরু আর কোথায় শেষ—এসব কিছুই তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আয়াত হঠাৎ করে কেনো এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যায়—এসব কিছু তিনি অনুবাদ পড়ে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। তখন তিনি ভালোভাবে কুর'আন বোঝার জন্যে গুগলে সার্চ করতে লাগলেন। ইন্টারনেটে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর লেকচার পেলেন। কিন্তু কুর'আনের ধারাবাহিক পাঠ বোঝার মতো এমন কোনো আলোচনা তখনো তিনি পাননি যা তাকে কুর'আনের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখবে।

কুর'আনের ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম তিনি শুনে তাঁর কমিউনিটির একটি মসজিদে। মাহে রামাদান উপলক্ষে সে মসজিদে পাকিস্তান থেকে একজন আলেম আসেন। নাম ইমাম ডক্টর আব্দুস সামি। তিনি প্রতিদিন এক পাঠ করে কুর'আনের অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসির করতেন। সকালে দুই ঘণ্টা, বিকালে চার ঘণ্টা এবং



তারাবির পর রাত ১০টা পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা হতো। নোমান আলী খান ডক্টর আব্দুস সামি এর সকল আলোচনায় অংশ নেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ কুর'আনের তাফসীর সেই রামাদানে শুনে শেষ করেন। কুর'আনের এই ধারাবাহিক আলোচনা শুনে তাঁর কাছে মনে হয়েছে—‘আমি যেন এবারই প্রথম আল-কুর'আন শুনলাম’। এতে কুর'আনের প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ জন্মে। তিনি তাঁর উস্তাদ ডক্টর আব্দুস সামিকে বলেন:

‘আপনি যেভাবে তাফসীর করেছেন, আমিও সেভাবে তাফসীর করতে চাই’।

ডক্টর আব্দুস সামি তাঁকে বললেন, ‘তাহলে আগে আরবী শেখো’।

নোমান আলী খান বললেন: ‘আমি থাকি নিউইয়র্কে, কলেজ শেষে সারাদিন কাজ করি, আমি কীভাবে সৌদি আরব দেশে গিয়ে আরবী শিখবো?’

ডক্টর আব্দুস সামি তাকে বললেন: ‘তুমি আগামী সপ্তাহ থেকে এ মসজিদে আমার আরবী ক্লাসে আসতে পারো’। এভাবেই তিনি ডক্টর আব্দুস সামি-র কাছে আরবী শেখা শুরু করেন।

পরবর্তীতে তিনি ডক্টর আব্দুস সামি-র ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন:

“আমি তার কাছে গিয়ে কুর'আনের তাফসির শুনতাম। আমার জীবনে কুর'আনের এরকম জীবন্ত আলোচনা আমি আর পূর্বে কখনো শুনিনি। তাঁর আলোচনা শুনে মনে হতো ‘এই বুঝি এখনি আমার উপর কুর'আন নাযিল হচ্ছে, আমারই বিভিন্ন বিষয়ে।’ এতটাই জীবন্ত ছিল আল্লাহর বাণীর যেসব আলোচনা।”

এই তাফসিরই তাকে আরবী শেখার দিকে উৎসাহিত করে, আল্লাহর দিকে গভীরভাবে ফিরে আসার উৎসাহ যোগায়।

তিনি আরবী ব্যাকরণ শিখেন পাকিস্তানে। সেখানে ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জাতীয় পর্যায়ে মেধা তালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে স্থান দখল করেন। কিন্তু আরবীতে তার গভীর পড়াশোনা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ডক্টর আব্দুস সামি-র তত্ত্বাবধানে।

ডক্টর আব্দুস সামি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের কুর'আন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, যিনি মাঝে মাঝে আমেরিকাতে যেতেন আরবী শিক্ষাদান এবং কুর'আনের তাফসিরের উপরে বক্তব্য রাখতে। তার অধীনে পড়াশোনায় নোমান আলী খান আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের উপর তীক্ষ্ণ ও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরবর্তীতে



তিনি ডক্টর আব্দুস সামি-র কাছে আরো উপকৃত হন তার সম্পূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে। তিনি তার নিজের ছাত্রদের উপকারের জন্য ডক্টর সামি-র করা কাজগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউটেও পড়াতেন।

আরবী শেখারত অবস্থায় তিনি ইন্টারনেটে খুঁজতে আরবী বিষয়ে বিভিন্ন জিনিস খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন ড. তারিক আল-সোয়াইদানের কুর'আনের মু'জিয়া বিষয়ক প্রায় ১৫ ঘণ্টার একটি ভিডিও সিরিজ আলোচনা খুঁজে পান। এটি আরবীতে ছিল। তিনি রাতদিন এগুলো শুনতে থাকলেন, কিন্তু তখনও আরবী তেমন না জানায় এগুলো তেমন বুঝতেন না। পরে সম্পূর্ণ লেকচারটা আরবীতে লিখে ফেলেন। অভিধান থেকে প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বের করেন। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি আরবী লেকচার বুঝতে শুরু করলেন। আমরা যে উস্তাদের ভাষাগত মু'জিয়া নিয়ে প্রচুর কাজ দেখি সেগুলোর অনুপ্রেরণা এই লেকচার সিরিজটির আলোচক শাইখ ড. তারিক আল-সোয়াইদান থেকেই।

এর কিছুদিন পর তিনি ইন্টারনেটে পেলেন মিশরের ইমাম মুতওয়াল্লী আল-শারাওয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে। তাঁর আল-কুর'আনের বাস্তবিক ও জীবনঘনিষ্ঠ আধুনিক তাফসির উস্তাদ নোমান আলী খানকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করে। আল-কুর'আন এতোটা সহজ সহজ, আধুনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ হতে পারে তার উদাহরণ এই আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড মুফতির তাফসির থেকেই তিনি খোঁজ পান। উনার সেসব তাফসির থেকে সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ বই পাওয়া যায় **‘আল-ফাতিহা’ (তাফসির আল-শারাওয়ী)** নামে।

এরপর পেলেন কুর'আনের উপর লেখা ড. ফাদেল সালাহ আল-সামারাইয়ের বিভিন্ন বই ও বক্তৃতা। এগুলো পেয়ে তাঁর কাছে মনে হলো তিনি জ্ঞানের সাগর পেয়ে গেছেন। এসব পড়তে ও শুনতে শুরু করেন তিনি। উস্তাদের আল-কুর'আনের যে সূক্ষাতিসূক্ষ বর্ণনা ও বিভিন্ন শব্দের অনুপম বিশ্লেষণ পাই সেগুলোর অনেকটা তিনি ইনার থেকে পেয়েছেন। ইনি ইরাকের বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

পাকিস্তানের মহিলা আলেমা ড. ফরহাত হাশমি থেকে আল-কুর'আনের শব্দে শব্দে তাফসির পড়েন পুরোটা।

পাকিস্তানের আরেকজন বিখ্যাত মুফাসসির ডা. এসরার আহমদের তাফসিরের প্রতি ভালোবাসাটি ছিলো আরেক প্রিয়তা। এসরার আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাফসির করতেন ২০টি তাফসির থেকে। উস্তাদ নোমান আলী খান যখনই কোনো আয়াত বুঝে উঠতে ব্যর্থ হন তখনই এসরার আহমাদের তাফসির শুনলে যেন আল্লাহ তাঁর



উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিতেন।

হাদীস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বর্তমানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও রিজালশাস্ত্রবিদ শাইখ ড. আকরাম নাদভী থেকে। তিনি শাইখ আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহিমাহুল্লাহ) এর সরাসরি ছাত্র এবং তাঁরই সুপরামর্শে তিনি পশ্চিমে যান। শাইখ আকরাম নাদভী নাদওয়াতুল উলামার উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্র এবং হাদীসে মাস্টার্স করেন। নাদওয়াতুল উলামাতে শরীয়া বিষয়ে পড়িয়েছেন। এছাড়াও অর্থনীতিতে বিএ এবং আরবী সাহিত্যে পিএইচডি করেন। পড়িয়েছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও।

এভাবে তিনি একের পর এক আলেম ও দাঈদের আবিষ্কার করেন আর তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন। দিনের পর দিন পরিশ্রম করেন। নিজেকে নিজে বারবার বাধ্য করলেন—যেভাবেই হোক আরবী শিখতে হবে, আরবী বুঝতে হবে। মানুষ যা চায় তা পায়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নোমান আলী খান আরবী ভাষা ও কুর'আনের ওপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

চমৎকার উপস্থাপনা, যুক্তিযুক্ত কথা, সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনা পদ্ধতির কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ আজ কুর'আন শেখার জন্যে তাঁর কাছে ভিড় করছে। কেবল অনলাইনে বর্তমানে ১০ হাজারেরও বেশি তরুণ তাঁর কাছে আল-কুর'আন ও আরবী ভাষা শিখছে এবং গত বিশ বছর ধরে চলছে তাঁর আল-কুর'আন শেখা ও শেখানো।

বর্তমানে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আবাসিকভাবে ইনস্টিটিউট এরাবিক ও আল-কুর'আন শেখানোর কাজে নিজেকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছেন বাইয়্যিনাহ ইন্সটিটিউটে।

আরবী ভাষায় কুর'আন উপলব্ধির ব্যাপারে তিনি বলেন:

“কুর'আনের এই অলৌকিকতার মাঝেই যে সৌন্দর্যময় হেদায়েত রয়েছে তা শুধু কুর'আনের অনুবাদ পড়ে কোনোভাবেই আহরণ করা সম্ভব নয়। কারণ অনুবাদের কিছুটা বার্তা আসতে পারে, কিন্তু আল্লাহর বাণীর অলৌকিকতা ও গভীরতা শুধু অনুবাদে কোনোভাবেই আসে না”

তিনি সিদ্ধান্ত নেন—যত কষ্ট করে তিনি ইসলাম ও কুর'আন শিখেছেন ততটা কষ্ট যাতে আর কোনো মুসলিমের করতে না হয়। সেজন্যে তিনি অনলাইনে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৫ সালে তিনি বাইয়্যিনাহ



ইন্সটিটিউট (Bayyinah Institute) নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেন এবং বাইয়্যিনাহ টিভি (Bayyinah.tv) নামে আরেকটি ওয়েবসাইট চালু করেন। এই সাইটে কুর'আনের সৌন্দর্য, আরবী ভাষা শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাসের উপর বর্তমানে অসংখ্য ভিডিও ক্লাস রয়েছে।

মূলত দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এসব কাজ করছেন।

প্রথমত, মানুষের জন্য আরবী ভাষাকে একেবারে সহজ করে তোলা; যাতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে-কেউ ইচ্ছা করলেই আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠতে পারে। তিনি বাইয়্যিনাহ টিভিতে চমৎকার-সব কৌশলে মানুষকে আরবী শেখান। যেহেতু উস্তাদ অনেক সংগ্রাম করে আরবী শিখেছেন, তাই তিনি জানেন কীভাবে শেখালে মানুষ দ্রুত আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠবে।

তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—মানুষকে কুর'আনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। তাঁর বিশ্বাস, মানুষকে প্রথমেই আরবী শেখানোর ভয় দেখালে সে কখনো কুর'আনের স্বাদ নিতে পারবে না। তাই, মানুষকে আগে কুর'আনের স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে। তারপর মানুষ নিজ থেকেই আরবী শিখতে আগ্রহী হবে, যেমনটি স্বয়ং তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনি মনে করেন, তাঁর মতো লক্ষ লক্ষ তরুণ দিশেহারা হয়ে আছে। তাদের কাছে একবার যদি কুর'আনের মু'জিয়া তুলে ধরা যায়, তাহলে তাদের জীবনই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

অনেকে অভিযোগ করে, আধুনিক তরুণরা কুরআন পড়ে না', এরা আরবী পড়তে চায় না। উস্তাদ নোমান আলী খান এমন অভিযোগ করেন না। তাঁর কথা হলো:

“আমরা যদি তরুণদের জন্য আরবী ভাষাকে সহজ করে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা আরবী শিখতো। আমরা যদি কুর'আনকে তাদের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে পারতাম, অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করতো। কারণ ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সবাই বলে – আরবী ভাষা ও কুর'আন শেখার জন্যে আমার কাছে আসো; কিন্তু আমি নিজেই কুর'আন শেখানোর জন্যে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।”

দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকলে শক্তিশালী লোহাতেও মরিচা পড়ে ক্ষয়ে যায়। একজন মুসলমানের ঈমানের যত্ন না নিলে তেমনি অন্তরের উপরে প্রলেপ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যেতে থাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ‘আত্মা’। একটা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও আমাদের অনেকেই ইসলাম থেকে, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে কোনো কাজেই শান্তি থাকে না, কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায়



না। তখন জীবন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। ফলে জীবনের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।

এসব বিবেচনায় উস্তাদ নোমান আলী খানের বক্তৃতায় মাঝে রয়েছে আত্মিক প্রশান্তির জ্ঞান, আল্লাহর দ্বীন উপলব্ধির প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য; যেগুলো আমাদের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ। ফলে এসব আলোচনার মাধ্যমে আমাদের আল্লাহকে ভুলে যাওয়া আত্মা এক অন্যদিগন্তের খোঁজ পায়, আল্লাহর দিকে পুনরায় ফিরে আসার প্রেরণা যোগায়।

উস্তাদ নোমানের শিক্ষকতা পেশায় আগমনের একটি দারুণ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি একবার কাজের সুবাদে লেকচার দিচ্ছিলেন আইটি-র ওপর। সেখানে MIT (ম্যাসাচুয়েট ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) এর একজন প্রফেসরও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেকচার শোনার পর সেই প্রফেসর তাকে বলেন, "আপনি একজন Natural Teacher, আপনার স্বভাবগত প্রকৃতিতে শিক্ষকতার বৈশিষ্ট্য চূড়ান্তভাবে বিদ্যমান।" এরপর তিনি এই উৎসাহপূর্ণ কথায় দারুণ প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রযুক্তি সম্পর্কিত চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণরূপে আল-কুর'আন ও আরবী ভাষার শিক্ষকতা পেশায় স্থায়ীভাবে চলে আসেন।

উস্তাদের অনন্য বিশেষত্ব কী?

দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই মনে হয়—এটা কেন এমন? ওটা কেন এমন হয়? কেন এসব এমন হয় না? সবকিছু 'এরকম কেন' হয় টাইপের প্রশ্ন জাগে।

এটা নিশ্চিত যে এইসবের উত্তর আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার দেওয়া জীবনবিধানে পরিষ্কারভাবেই আছে। কিন্তু সেগুলো কীভাবে বুঝতে হয়, সেগুলোর কারণ কী, কীভাবে মনের এই সময় ও প্রশ্নগুলোকে "চালনা" করতে হয় তা আমাদের মতো অধিকাংশ লোকের কাছেই অজানা। এসব প্রশ্নগুলোতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আত্মিক বিশ্বাসও যুক্ত রয়েছে; ফলে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর যারা এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু নোমান আলী খানের লেকচারে সেসবের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উত্তর রয়েছে বাস্তবিক জীবনের আলোকে। ফলে আমাদের মতো যুবকদের মনে জেগে ওঠা সাধারণ ও সমস্যামূলক অনেক জিজ্ঞাসার অসাধারণ সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় উস্তাদের আল-কুর'আনের আলোচনায়।

আমাদের অনেকেরই জীবনের একটা বাস্তব অথচ অমসৃণ অভিজ্ঞতা হলো—সাধারণত কিশোর-তরুণরা গড়ে ওঠার সময়ে দ্বীন-ইসলামসংক্রান্ত প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। হতে পারে সেটা পর্দা নিয়ে, কোনো সমালোচিত প্রশ্ন নিয়ে, ফিকহ অথবা ধর্মীয় তত্ত্ব-সংক্রান্ত বিষয়, বা কোনো অশ্লীল বিষয়কে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে। অথবা কীভাবে দান করতে হয়, নিয়্যাত কেমন



থাকা উচিত—এরকম হাজারো প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে করে। অথচ এই বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীরা উত্তর না পেয়ে শেষে ভুল করতে থাকে। এভাবে অনেক জমানো প্রশ্নের ভিড়ে একদিন হয়তো ধর্মের পথে চলার ইচ্ছেটাই তাদের হারিয়ে যায়।

কুর'আনের স্বতঃস্ফূর্ত পড়াশোনা, ইসলামকে তরুণ প্রজন্মের কাছে সুন্দর করে উপস্থাপনার আয়োজন আমাদের সমাজে খুবই কম। এই অদ্ভুত অবস্থায় আমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের জন্য অশেষ রহমত অনলাইনের পাওয়া বিভিন্ন আলেম ও দাঈরা—যারা তরুণ প্রজন্মের সাথে খোলামেলা আলাপ করেন, শেখান কীভাবে চিন্তা করতে হয়, দেখান কীভাবে ভাবতে হয়। বর্তমানে সেসব ভিডিও ইন্টারনেটে খুবই সহজলভ্য। এসবের মাঝে উস্তাদ নোমান আলী খান একজন অন্যতম শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বস্তুতঃ হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলাই।

উস্তাদ নোমান আলী খানের বক্তব্যের সুন্দর দিক হলো, তিনি অতি সাধারণ আর সরল ভাষায় তরুণদের বোধগম্য হবার মতন করে বিষয়গুলো আলোচনা করেন। তার একেকটা লেকচার শোনার পর ওই বিষয়ে আর খটকা ও প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। এবং দ্বীন পালন করার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ও অজুহাত থাকে না। এইটুকু বুঝতে হলে হয়তো আমাদেরকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে হতো। এই সহজ-সরল অথচ গভীর ও বহুমুখী প্রজ্ঞার কারণে আমাদেরকে আল্লাহর বাণী আরো কাছে টানে, আল্লাহর দ্বীন পালনে নিজেদের আরো উৎসাহ বাড়ে।

উস্তাদ নিজেই একটি ঘটনা তুলে ধরেছিলেন যেখানে আল্লাহর বাণী কুর'আন মাজীদে আলোচনায় তার অনন্যতা উঠে আসে। তিনি বলেন, অনেক মা তাদের সন্তানকে জোর করে তাঁর লেকচার ও সেমিনারে পাঠান বা নিজে নিয়ে আসেন; যাতে করে তারা তাঁর লেকচার শুনতে পারে ও ইসলামের পথে আসতে পারে। অনেকেই বিরক্তি নিয়ে কোনোমতে বসে। কিন্তু একবার যখন উস্তাদের কুর'আনের আলোচনা শুনে, এরপর অনেকেই আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছেন—“আমি যেন জীবনে এই প্রথম আল্লাহর বাণী শুনলাম! এত গভীর ও অলৌকিক কুর'আনের বাণী এর আগে আমি আর কখনো শুনিনি।” এরপর তারা নিজেরাই নিয়মিত ইসলামী সভা-সেমিনার ও পাঠগুলোতে আসতো! কি অসাধারণ চমৎকার বর্ণনা হলে এইসব প্রায় বখে যাওয়া, ইসলামের প্রতি অনীহা জাগা ছেলে-মেয়েরা নিজ ইচ্ছায় আসে ও অন্যদের নিয়ে আসে উস্তাদ নোমান আলী খানের লেকচার শুনতে!

মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে অন্যরা যেখানে কেবল অভিযোগ আর সমস্যা চিহ্নিত করে, সেখানে নোমান আলী দেখেন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার দুয়ার। তিনি তরুণদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা দেখতে পান। উম্মাহর ৭০ ভাগ তরুণকে যদি কেবল সঠিক অনুপ্রেরণা দেয়া যায়, তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। তিনি মনে



করেন, মুসলিমদের দায়িত্ব হলো কেবল তরুণদের কাছে সহজ পদ্ধতিতে কুর'আনের বাণী পৌঁছে দেয়া; বাকি দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই সব করবেন।

একই মাটিতে একই বৃষ্টির পানি পড়ার পরেও যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন ফুল-ফসলের জন্ম হয়, একই ওহী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে সেরকম হাজারো রকমের সম্ভাবনা ও পরিবর্তনের সূচনা হবে।

নোমান আলী খানের চিন্তাভাবনা সবার জন্যে হলেও বিশেষ গুরুত্ব দেন তরুণদের। এ কারণেই সম্ভবত সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ তরুণরা উস্তাদ নোমান আলী খানকে তাদের জন্যে আদর্শ মনে করে। তাঁর বক্তব্যগুলো সারা বিশ্বের তরুণদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, বিশ্বের নানা প্রান্তের তরুণরা তাদের নিজেদের ভাষায় নোমান আলী খানের বক্তব্যগুলো অনুবাদ করছে। বাংলা ভাষায় তাঁর অনেকগুলো বক্তৃতা ডাবিং, সাব-টাইটেল, এবং আর্টিকেল পরিবেশন করেছে NAKBangla টিম ও ওয়েবসাইট। আল-কুর'আনকে মানুষের সামনে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে নোমান আলী খান এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব এবং একটি একক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

তিনি তাঁর আলোচনায় খুব কমই হাদীস আনেন। কেন এমনটা করেন তার কারণ বর্ণনায় বলেন: আল-কুর'আনের প্রতিটি আয়াতের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হেদায়াত এতটা গভীর ও বিস্তৃত যে প্রতিটি আয়াত নিয়েই অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা করা যায়। তবুও যদি হাদীস আনার প্রয়োজন হয় তিনি হাদীসগুলোকে মুহাদ্দিসদের কাছে পাঠিয়ে দেন যেন সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই-বাছাই করে দিতে পারেন এবং তার আলোচনায় আনতে পারেন।

ইতিপূর্বে পরিবার বিষয়ে উস্তাদের লেকচার সংকলিত হয়ে “বন্ধন” নামে একটি সাড়া জাগানো বই প্রকাশিত হয়েছে। উস্তাদ সেটা শুনে আমাদের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদেরকে কিছু সাজেশনও দিয়েছিলেন। এরপর ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয় অন্যতম বেস্টসেলার বই “প্রশান্তির খোঁজে: ১”। ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় কুর'আনের ভাষিক অলঙ্কারের উপর “উপমার শৈল্পিকতায় মুগ্ধময় কুর'আন” বইটি। এরপর কুর'আনের পারায় পারায় যে রত্নাবলি আল্লাহ তা'আলা সাজিয়ে রেখেছেন, সেগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে “কুর'আনের রত্ন”। ২০২১ এ বইমেলায় প্রকাশিত হয় “প্রশান্তির খোঁজে: ২”। এরপর একই বছরের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় “শয়তানের থাবা : আক্রমণ ও কৌশল” বইটি।

উস্তাদ এবং আমাদের জন্য দু'আ করবেন যেন এ পথ চলায় আমরা আরো ভালো কিছু উপহার দিতে পারি, আরো সুন্দরভাবে।



কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণা পদ্ধতি

কুরআন কোনো বিচ্ছিন্ন-বিশৃঙ্খল কিতাব নয়। এটা সুসংগঠিত গ্রন্থ। কিন্তু গভীর অধ্যয়ন ছাড়া, আরবী ভাষার গভীর বুঝ ছাড়া সাধারণ মানুষ এটা ধরতে পারে না। বিশৃঙ্খল মনে হবার কারণে আমরা প্রচুর প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও নীতিমালা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছি এর উপলব্ধির মধুরতা থেকে। যখন থেকে এই বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, তখনকার কুরআন অধ্যয়ন আপনার কাছে অন্য সময়ের তুলনায় আসমান-জমিনের ফারাক হবে।

এই কুরআন সুগঠিত কিতাব, তাই না? তাহলে এই শৃঙ্খলাময় গঠনের দিক থেকে কুরআন অনেকগুলো বিষয় (সাবজেক্ট) কেন্দ্র করে সুগঠিত হয়েছে। সেই হিসেবে সূরাগুলোতে এক বা একাধিক বিষয় থাকে। বিষয়ের ভিতরে অনুচ্ছেদ, অনুচ্ছেদের ভিতরে প্যারা, প্যারার ভিতরে আয়াত, আয়াতের ভিতরে শব্দ—এভাবে সুগঠিতভাবে সাজানো রয়েছে।

একটা আয়াত একটা বিষয়ে অনুচ্ছেদের অংশ। একটা অনুচ্ছেদ আবার একটা অধ্যায়ের অংশ। সবগুলো অধ্যায় মিলে পুরো একটা সূরা। এরকম কয়েকটি সূরা নিয়ে আবার বিষয়ভিত্তিক গ্রুপ রয়েছে। এর মানে, এখানে আরো বড় বিষয় বা দৃশ্য রয়েছে। ফলে, একজন পাঠককে বুঝতে হবে পঠিত আয়াতটি কোন স্থানে রয়েছে। এছাড়া এর সঠিক মর্ম বুঝা সম্ভব না। কারণ কুরআন সম্পূর্ণ সুগঠিত কিতাব। এর বিষয় যেমন সুগঠিত, তেমনি এর আয়াত, অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বিষয়ও সূরা অনুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। সেজন্য, একটা আয়াতকে এর পূর্বে কী আছে, পরে কী আছে, এবং কোন অনুচ্ছেদ-অধ্যায় কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত—এগুলো বিবেচনা ছাড়া একটা আয়াত তুলে এনে নিজের মতো বুঝলে ভুল হবে। এটা শুধু কুরআনের আক্ষরিক বিষয়ের প্রসঙ্গ।

এরপর রয়েছে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। একটা আয়াত, বা কয়েকটি আয়াত বা একটা সূরা কখন নাযিল হয়েছিল, সেই সময়ে এই বিষয়ে কী মন্তব্য বা তাফসির এসেছে, এ বিষয়ে সাহাবাদের অনুধাবন কী হয়েছিল—এসব বিষয় আয়াত উপলব্ধি ও সঠিক অর্থ নিরূপনের ক্ষেত্রে উস্তাদকে সাহায্য করে। এই বিষয়টা যদি না করা হয়, তবে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থ ও বুঝ আসতে পারে। ফলে, মূল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা জানাটা অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে আবশ্যিক।



যেমন, সূরা হাদীদে আল্লাহ বলেন,

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(জেনে রাখ, আল্লাহ জমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন।) [আয়াত : ১৭]

এখন, আল্লাহ কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলছেন বলে আপনার মনে হয়? গাছগাছালির কথা। গাছগাছালি মরে যায় বা মৃতের মতো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বৃষ্টি নামে, এগুলো আবার সজীব হয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এবার একটু ভিন্নভাবে দেখুন। এই আয়াতের পূর্বে আল্লাহ বলেছেন,

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

(অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই পাপাচারী।) [আয়াত : ১৬]।

এবার, পূর্বের আয়াতের সাথে সাজিয়ে সুগঠিতভাবে একটানা পড়ুন একবার,

‘অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই পাপাচারী। জেনে রাখ, আল্লাহ জমিনকে তার মৃত (কঠিন) হবার পর জীবিত করেন।’

এবার, কুরআনের পৃথক আয়াতের আক্ষরিক অর্থে নতুন মাত্রা যোগ করেছে কিনা? প্রসঙ্গের সাথে কিতাবী পৃথক আয়াতে নতুন উপলব্ধির দুয়ার খুলেছে যা বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে পাওয়া অসম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে পড়লেও আয়াতের অর্থের উপমায় সৌন্দর্য রয়েছে, অর্থও ঠিক রয়েছে—আল্লাহ মৃত জমিনকে জীবন্ত করেন [তেমনি মৃত মানুষকেও আখিরাতে জীবিত করবেন।] কিন্তু সুসংগঠিত সাজানো কুরআন হিসেবে পড়লে এর অর্থ আরো সুগঠিত হয়—আল্লাহ মৃত জমিনকে যেভাবে আসমানের পানি দিয়ে জীবন্ত করে তুলেন, তেমনি (কঠিন অন্তর) মৃত অন্তরকেও আসমানী আল্লাহর বাণীর সিংহনে পাপ (মৃত) থেকে জীবিত (পাপহীন) করে তুলবেন। সুবহানাল্লাহ! এখন উপমার অর্থ মূল প্রসঙ্গের সাথে মিলিত হয়ে উপমার বাহ্যিক অর্থ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর মূল অর্থও সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

এভাবেই কুরআন এক সুগঠিত সাজানো কিতাব। কুরআন তো সাজানো সুশৃংখলই হবার কথা। কারণ এটা তো একেকটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ আকারে নাথিল